অধরা নামের মেয়েটি
জসিম মল্লিক

ঘুম ভেঙ্গেই অধরা দেখতে পেলো সাদা বরফে আচ্ছদিত হয়ে আছে চারিদিক। আগের রাতে
টিভিতে আবহাওয়ার খবর দেখা হয়নি। হঠাৎ করেই যেনো সব বদলে গেছে। প্রবল প্রতাপে তুষারপাত হয়েছে রাতভর। যে দিকে চোখ যায় যেনো সাদা চাদরে সব আবৃত। যেনো একটা কফিনে ঢেকে রাখা হয়েছে প্রকৃতিকে। নভেম্বরের শেষ এখন। অন্যান্য বছর নভেম্বরের শুরুতেই কন কনে ঠান্ডা শুরু হয়ে যায়; এ বছরই তার ব্যাতিক্রম। পৃথিবীজুড়ে আবহাওয়ার যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে এটা তার একটা নমুনা।
এই নভেম্বরেও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যেনো সামার, কেউ কেউ বারবিকিউও করেছে।
এসব দেশে মানুষের আলোচনার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে আবহাওয়ার কথা।
আবহাওয়ার এই আচরণ এই দেশে আশ্চর্য্যের কোন বিষয় নয় অবশ্য। এই শেষ নভেম্বরে এসে পুরো মাসের পাওনা শোধ করে নিচ্ছে প্রকৃতি।
মৌসুমের প্রথম বরফ বলে ভালো লাগছে অধরার। আজকে কোথাও যেতে হবে না ভেবে নির্ভার মনে হচ্ছে নিজেকে। দেখে শুনে শনিবারেই বরফ পরা শুরু হয়েছে ভেবে অধরার মজাই লাগছে। অধরা শনি এবং রবি এই দুই দিন কোন কাজ করে না। এই্ দুই দিন ওর নিজস্ব। ঘুম থেকে উঠেও বেলা করে। সকালের ঘুমটা ওর খুব প্রিয়। ওর এই স্বভাবটা অন্যরা জানে বলে সকাল এগারোটার আগে ওকে কেউ ফোন করে না।
আরো কিছুক্ষন গড়াগড়ি করে উঠলো অধরা। চোখে মুখে পানি দিয়ে আয়েশ করে ধুমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে বসলো। আজকের টরন্টো স্টারটা নিয়ে চেখের সামনে মেলে ধরলো। যদিও পত্রিকা পড়া অধরার অপছন্দের কাজের একটি। মানুষ প্রায়ই অনেক অপছন্দের কাজ করে। যেমন কাউকে ভালো না লাগলেও মানুষ অনেক সময় তাকে এভোয়েড করতে পারে না।
আজকে ওর বেশ কিছু ঘরের কাজ আছে কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। মাঝে মাঝে এ রকম হয় না যখন কিছুই করতে ইচ্ছে যায় না! চা টাও বানিয়েছে অনিচ্ছা সত্বে। ঘুম ভেঙ্গেই চা পান না করতে পারলে মনে হয় সকালই হয় নি। আজকে এই তুষার শুভ্র সকালে কী করলে ভালো লাগবে সেটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। হয়ত এমন হতে পারে যে একটু পরেই কাজের প্রতি মন এস গেলো। তবে এখনই সে যে কোন কাজ শুরু করতে যাচ্ছে না এটা নিশ্চিত। এখন সে কিছুক্ষণ ভাববে। যদিও এ ব্যস্ত প্রবাসে এত বেশী ভাবাভাবির কোন সুযোগ নেই, তারপরও ওকে ভাবতে হয়।
এটা নিশ্চিত যে আজ সারাদিন কোথাও বের হবে না। বাংলাদেশে কয়েকটা ফোন করা হতে পারে। নির্ভর করবে মুডের উপরে। ফোনগুলো করবে রাতে যাতে দেশের ব্যস্ত মানুষগুলোকে ধরা যায়। সত্যজিতের আগন্তুক ছবিটা আরো একবার দেখা যেতে পারে।

অথবা যে কোনো একটা প্রিয় ছবি। ফ্রীজ ভরা খাবার মজুদ আছে তাও কিছু রান্না করা যেতে পারে। ঘর গোছানো আর কাপড় লন্ড্রি করবে কালকে। পাঁচটার দিকে একবার শপিংমলে যাবে। বেশীক্ষন থাকবে না অবশ্য। ছটায় তো মল বন্ধই হয়ে যাবে।

সময় চলে যায় জেটের গতিতে। পাঁচ বছর যে হয়ে গেছে ও কানাডা এসেছে তা ওর নিজেরই বিশ্বাস হয় না। মনে হয় এই তো সেদিন সবাই এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল। ছোট এক ভাই ও এক বোনকে রেখে আসতে কি খারাপই না লেগেছে। আর মা বাবার সে কি কান্না। অধরা দেখতে সুন্দর বলে প্রবাসী ছেলের সাথে ধুম করে বিয়ে হয়ে গেলো। সত্যি বলতে কি অধরারও কোন আপত্তি ছিলনা এই বিয়েতে। ছেলে কেমন এসব নিয়ে ভাবার কোন অবকাশ ছিলনা; ছেলে বিদেশে থাকে এটাই তার বড় পরিচয় হিসাবে দেখা হয়েছিল। অভাবী না হলেও খুব একটা স্বাচ্ছন্দ যে ছিল এটা বলা যাবে না। পড়াশুনাটা চালিয়ে যেতে পারছিল অধরা। মফস্বল শহরের সরকারী কলেজে সবেমাত্র পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্সে ভর্তি হয়েছিল।
এমন সময় প্রপোজালটা এলো। অধরার বাবা রহমত উল্লাহ যেনো হাতে চাঁদ পেয়েছেন। সাত পাঁচ না ভেবেই বিয়ে দিতে রাজী হয়ে গেলেন। অধরাকে এক নজর দেখেই পাত্র পক্ষেরও পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। ছেলের বয়স একটু বেশী বেশী মনে হলেও কেউ বিষয়টাকে তেমন পাত্তা দেয়নি। অধরার ভাগ্য দেখে ওর বন্ধুরা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। অধরার বয়স তখন আঠারো কি উনিশ আর ছেলের বয়স তিরিশ বত্রিশ হবে।
বিয়েটা হয়েছিল প্রচুর ঘটা করে। ছেলে পক্ষ থেকে চমকে দেয়ার জন্য যা যা করা দরকার সবই করেছিল। বিয়ের কয়েক মাসের মাথায় অধরা কানাডা চলে আসলো। অধরার স্বামী সিরাজুল ইসলাম আর একবার চমক দেখালো। এয়ারপোর্টে বিশাল লিমোজিন নিয়ে অধরাকে রিসিভ করলো। বন্ধুরা ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। খুব হৈ চৈ হলো কয়েকদিন। সিরাজুল খুব ঘুরলো, বেড়ালো। আরো কত কি করলো। সময়টা ছিল ভালো। এনজয় করা গেছে খুব। স্বপ্নের মতো দিনগুলো পার হচ্ছিল। আমেরিকা কানাডার কত গল্প শুনেছে এখন নিজেই সেই দেশের একজন ভেবেই কেমন শিহরিত হয় অধরা।
পৃথিবীতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়। না সুখ না দুঃখ। নিরবছিন্ন নয় কোন কিছুই। মানুষের ভাবনার মতো নয় জীবন। জীবনের গতি বিধি বোঝা খুবই মুস্কিল। মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। জীবনের যোগফল মেলে না সহজে। জটিল সব সমীকরন।
অধরা পাঁচ বছর আগে যেমন ছিল এখন দেখতে আরো ভালো হয়েছে। শরীরের লাবন্য বেড়েছে। ওজনও বেড়েছে খানিকটা। স্বাবলম্বিতা অর্জন করেছে, শিখে ফেলেছে কি করে একা একা বাঁচতে হয়। কি করে সকল প্রতিকূলতা জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। বিদেশের জীবনে সে এখন একেবারে ফিট। কোন কিছুতেই সে কারো উপর নির্ভরশীল নয়।

২.
ভাবাভাবির তেমন সুযোগ হচ্ছে না। ফোন আসছে একটার পর একটা। মেয়েরা একা একা থাকলে পুরুষ শুভাকাংখীর অভাব হয় না। এনিয়ে বিনিয়ে কত কথা যে পুরুষের থাকে! অধরা এখন সব বোঝে, প্রথম প্রথম বুঝতো না। যে যা বলতো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করতো। এখনো করে তবে এখন অনেক বেশী সাবধানী। একাকী জীবনে সব তো আর বাদ দিয়ে চলা যায় না।
এবারের ফোনটা নাসিরের। কয়দিন আগেই পরিচয় হয়েছিল এক পার্টিতে। সেদিন পার্টিতে অধরা অনেক নেচেছিল। মাঝে মাঝে সব ভুলে থাকার জন্য একটু এলো মেলো হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।
পার্টি চলেছিল অনেক রাত পর্যন্ত। একটু মদ্যপান করেছে বলে অধরা নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে যেতে চাচ্ছিল না। অধরা চাইলে যে কেউ ওকে ড্রপ দেবে ও জানে। না চাইতেই কত কি দিতে চায়! পুরুষ জাতিটা বড়ই অদ্ভুত। হঠাৎ আবেগ উথলে ওঠে আবার চলে যায়।
নাসির এগিয়ে এসে বললো, আপনাকে পৌঁছে দেই!
অধরা মুচকি একটু হেসে বললো, দেবেন!
কেনো নয়!
থ্যংকস।
অধরা নাসিরের পাশে বসলো। নাসির প্লেয়ারে গান চালিয়ে দিল। মধ্যরাতে গাড়ি চলছে। গাড়ির ভিতরের নীরবতায় নাসিরের প্রানে আকুলি বিকুলি করছে আনেক কথা। অধরা নিশ্চিন্তে গান শুনছে। ও চাচ্ছে নাসির যেনো কোন কথা না বলে। এখন ওর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।
আপনি কখন ফ্রি থাকেন!
জানি না।
মানে!
আসলে আমি জানি না আমি কখন ফ্রি থাকি।
আমি আপনাকে ফোন করবো। করবো?
করবেন।

সেই নাসিরের ফোন। ফ্রি?
হু!
কেমন আছেন!
ভালো। আপনি।
আমি চমৎকার।
আপনার বউ বাচ্চা ওরা ভালো তো!
নাসির একটু থেমে গেলো। একটু শ্বাস নিয়ে বললো, হ্যা।

হঠাৎ কি মনে করে।
আপনি না অনুমতি দিয়েছিলেন ফোন করার।
ও তাইতো।
আজ কি করবেন সারাদিন!
অনেক কিছু। তার মধ্যে আছে মুভি দেখা, রান্না করা, শপিং মলে যাওয়া ইত্যাদি।
আজকে রান্না করার দরকার নেই। আজ বাইরে ডিনার।
অধরা বললো আপনি করাবেন!
নিশ্চয়ই।
থ্যাংকস নাসির সাহেব। কিন্তু আজকে যে আমি ঠিক করেছি একদম ঘরের বার হবোনা।
ওটা বদলান।
বদলানো কঠিন।
কেনো।
তা জানি না।
তাহলে কবে।
তাও জানি ন। আজকে বরং ফ্যামিলী নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আসুন।

শেষ পর্যন্ত ছবি দেখা বা রান্না কোন কিছুই হয়নি। একটার পর একটা ফোনে ফোনে জর্জরিত হয়ে সময় চলে গেলো।
ফোন করেছিল মহুয়া। মহুয়া ফোন করা মানে দু'এক ঘন্টার ধাক্কা। ওর কাছে সমস্ত টরন্টোর খবর পাওয় যায়। থাকে ড্যানফোর্থের খবর। ড্যানফোর্থ এমন একটা যায়গা যেখানে প্রতিদিনই নতুন নতুন খবরের জন্ম হয়। মজার জায়গা। মহুয়া ওর একটি মাত্র ছেলে নিয়ে একা একা থাকে। সম্প্রতি ওদের ছাড়া ছাড়ি হয়ে গেছে।
ছাড়া ছাড়ি ব্যাপারটা এখন মোটামুটি ডালভাত হয়ে গেছে। কেউ কাউকে ভালো না লাগলে মানিয়ে চলার কষ্টকর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেনা। জাষ্ট সেপারেশন নিয়ে নিচ্ছে। তারপর ডিভোর্স।
শুনেছিস অধরা!
আবার কি।
তুই কোন খবরই রাখিস না দেখি। তোকে কত বললাম ড্যানফোর্থ চলে আয়।
নারে আমি এখানেই খুব ভালো আছি। কি হয়েছে বল।
আজকের পত্রিকা পড়িসনি!
আমিতো এখানকার কোন পত্রিকা পড়িনা।
কেনোরে! কত মজার মজার খবর থাকে।
ওসব তুই নিয়ে থাক, আমার দরকার নেই। আমি খুব ভালো আছি।
তুই আসলে একটু কেমন।
ঠিক বলেছিস। তুই বল মহুয়া, ওসব ঝগড়া ফ্যাসাদের খবর পড়ে কি হবে!

পত্রিকার কাজ হওয়া উচিত গঠনমুলক খবর ছাপানো, তা না করে যত্ত সব।
শোন্, সাদাফের সাথে ওর হাজবেন্ডের সম্পর্ক গেছে। ওর হাজবেন্ড একদিন বাসায় এসে দেখে সদাফ বয়ফ্রেন্ড নিয়ে শুয়ে আছে। একবারে হাতে নাতে। এতদিন সন্দেহ করছিল, এবার ধরা খেয়েছে।
ধুর এসব বিশ্বাস করি না। বানানো কথা।
শোন্ না। ওর হাজবেন্ডের ওই সময়ে আসার কথা না। ব্যাটা অনেক দুরে কাজ করে। কিন্তু কেউ একজন ফোন করে ধরিয়ে দিয়েছে।
প্লিজ মহুয়া থাম তুই।
বিশ্বাস কর ঘটনা সত্যি। ড্যানফোর্থের এটাই এখন একমাত্র আলোচ্য বিষয়। চায়ের দোকান জম জমাট।
ফোন রাখি। মলে যাবো।
রাগ করলি। দ্যাখ আমাদের জীবনে বিনোদন তো নেই। এটাও মানুষের একটা বিনোদন।
মানুষের ব্যাক্তিগত ব্যাপার নিয়ে একমাত্র বাঙ্গালীরাই মাথা ঘামায়। যার যা খুশী করবে তাতে অন্যের কি। এজন্যে বাঙ্গালীর কিছু হয়না আর হবেও না। রাখলাম।
আসিস একদিন অধরা।
ওকে। বাই মহুয়া।

৩.
অন্যের খবরে অধরার কিছু যায় আসে না। তার নিজের জন্যই কত খবরের জন্ম হয়েছে এক সময়। তখন পত্রিকার কাটতি বেড়ে গিয়েছিল। অন্যের বেডরুমে কিছু ঘটলে পত্রিকার পোয়াবারো।
তার জীবনটা তো এরকম হওয়ার কথা ছিল না। স্বপ্নের মতোই জীবনটা শুরু হয়েছিল। মাত্র এসেছে কানাডা। সিরাজুলের সাথে ঘুরছে ফিরছে। কলেজের দিকে চমৎকার একরুমের বাসা। কয়েকদিন খুব বেড়ানো হলো। দু'সপ্তাহ পার হওয়ার পরই সিরাজুল ব্যস্ত হয়ে গেল তার কাজ নিয়ে। সিরাজুল ট্যাক্সি চালায়। বেশীর ভাগই রাতে। অধরা ভেবে পাচ্ছিল না এটা কেমন চাকরি। স্বামী রাতে যায় আর ফেরে সকালে। সারাদিন ঘুমায়। একটু কথা বলারও সুযোগ হয় না। অধরার সময় কাটে না। কি করবে সে।
সিরাজুল প্রথমে এসেছিল আমেরিকা। সেখান থেকে বছর পাঁচেক আগে কানাডা এসেছে। এখন সে কানাডার নাগরিক। সিরাজুল এই দেশটাকে ভালোবাসে। এই দেশ তাকে অনেক দিয়েছে।
সিরাজুল দেখতে শুনতে ভালো। দেশে সে বিএ পাশ করেছিল। কথা বার্তায় বেশ চৌকস। যে কেউ সিরাজুলের প্রতি আকৃষ্ট হয় । এতোদিন ছিল ব্যাচেলর জীবন, টাকা

পয়সা অনেক উপার্জন করেছে। উড়িয়েছেও অনেক। নিউইয়র্কে তিন বছর ছিল, সেখানেও ট্যাক্সি চালাতো। মাস তিনেক পার না হতেই অধরা অধৈর্য্য হয়ে উঠলো। একদিন অধরা সিরাজুলকে বললো,

আমার সারাদিন একা একা সময় কাটেনা।

কেনো কি হয়েছে।

তুমি রাতে থাকো না, সারাদিন ঘুমাও। আমি কি করবো।

সিনেমা দেখো, বই টই পড়ো।

আমার এসব কিছুই ভালো লাগেনা।

তাহলে এক কাজ করো কোনো একটা কাজে ঢুকে যাও।

আমি দেশে যেতে চাই একবার।

দেশে গিয়ে কি করবে।

বাবা মার জন্য আমার মন খারাপ লাগে।

পরে যেও। মাত্র তো এলে।

না এখনই যেতে চাই

জেদ করো না অধরা।

আমি যেতে চাই।

ওকে ওকে যাবে। কবে যাবে বলো।

সিরাজুলের মতি গতি ভালো বুঝতে পারে না অধরা। কেমন যেনো। প্রথম একমাস একটু ঘুরেছে বেড়িয়েছে, ব্যস তারপর সব শেষ। কাছে গেলে বিরক্ত হয়। এটা কেমন জীবন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে রোমাঞ্চ সেটাইতো নেই। একঘেয়ে লাগে সব কিছু। বাড়ির কথা মনে করে কাঁদে সারাক্ষন। অধরার আত্মসম্মানবোধ অতি প্রবল। সে ঠিক করেছে আর সিরাজুলের কাছে দেশে যাওয়ার কথা বলবে না। সে কাজ করবে। নিজের পয়সা দিয়ে সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে। ক'দিন বাদে অধরা বললো, ঠিক আছে আমাকে একটা কাজ যোগাড় করে দাও।

একটা কাজ পেয়েও গেল অধরা। ভোর ছটায় সময় বের হয় ফিরতে ফিরতে তিনটা। খুব মন দিয়ে কাজ করতে লাগলো। মাস যেতে না যেতে কাজটা ভালো লেগে গেলো অধরার। যাওয়া আসা তেমন কষ্টের না। স্পাডাইনা থেকে ওয়েষ্টে যেতে হয়। কিপলিং নেমে দু'কদম হাঁটলেই কাজের যায়গা। মাস শেষে যখন বারোশো তেরোশো ডলার আসলো অধরা খুবই অবাক হলো। এত টাকা! ভাবলো অধরা। ওর সময় ভালোই কাটছিল। শুধু স্বামী সিরাজুলকে কাছে পায় না। ওর প্রতি সিরাজুলের কোন আগ্রহ নেই কি না সেটা বুঝতে পারে না। ওদের মধ্যে শরীরের সম্পর্ক ঘটে কদাচ। তাও নিতান্ত দায় সারা গোছের। অধরাকে সময় দেয়ার সময় সিরাজুলের নেই।

এই যে আজকের অধরা খুব সকালে উঠে কাজে যায় বা উইকএন্ডে দেরী করে ঘুম থেকে উঠে বা চায়ের কাপের সাথে খবরের কাগজ নিয়ে বসে বা গাড়ি দাবরিয়ে বেড়ায় এসব

পাঁচ বছর আগে মফস্বলের নিস্তরঙ্গ জীবনে কখনো কল্পনাও করেনি। একটা সাদামাটা জীবন থেকে কোথায় আজকে এসে পড়েছে ভেবে খুব আশ্চর্য হয় অধরা। এটাও হতো না যদি না ওকে আজকের এই একাকী জীবন বেছে না নিতে হতো। সময় এবং পরিস্থিতি মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে।
সিরাজুলের পরিবর্তনটা অধরা অল্প দিনেই বুঝতে পারে। মেয়েদের মন অনেক কিছু বলে দেয়। পুরুষেরা মনে করে ময়েরা বোধহয় অনেক কিছু বোঝে না । কিন্তু পুরুষের এই ধারনাটা মোটেই ঠিক নয়। সিরাজুলের যে ওর প্রতি মন নেই একথা বুঝতে অধরার বেশী সময় লাগেনা।
অধরা খুবই একটি অন্নরকম মেয়ে। ওকে বাইরে থেকে দেখে কারো পক্ষে বোঝার উপায় নেই ভিতরে ও কতখানি আলাদা। ছোটবেলা থেকেই বাবার কাছে কতগুলো আদর্শ আর মুল্যবোধ শিখে শিখে বড় হয়েছে।
সিরাজুল কবে যাবে বললেও অধরার আর দেশে যাওয়া হয়নি। তারপর এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগলো যে দেশে যাওয়ার আর উপায় থাকলো না।
চার.
বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ঘটনাটা ঘটলো। সেদিন ছিল সম্ভবত মঙ্গলবার। কাজের জায়গায় অধরার এমন খারাপ লাগতে লাগলো। ছুটি নিয়ে চলে এলো বাসায়। চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেখে সিরাজুল আর এক মহিলার সাথে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অধরা বিমুঢ় হয়ে গেলো। অধরাকে দেখে মহিলাটা ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেলো।
কে উনি?
আমার পরিচিত একজন।
কেনো এসেছে?
মানুষ আসে না মানুষের কাছে।
এ রকম সময় কেনো আসবে।
হঠাৎ এলো।
হঠাৎ এলো না তুমি ডেকেছো।
কি সব বাজে কথা বলছো।
ঠিক আছে ওভাবে পালিয়ে গেলো কেনো।
পালাবে কেনো, পালায়নি তো।
তাহলে কি করেছে।
ওভাবে কথা বলছো কেনো। তুমি এ সময় কেনো এসেছে। দেখতে আমি কি করি। তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না!
করতাম কিন্তু এখন আর করি কি ভাবে।
ও তাই!
হ্যা। এমন অন্তরঙ্গ হয়ে ছিলে যে
অধরা!

ধমক দিচ্ছ কেনো।
তুমি খুব বেড়েছো।
তুমি যা ইচ্ছা করবে আর আমি সব সহ্য করবো!
কি করতে চাও তুমি?
এখনও ঠিক করিনি।
মনে রেখো আমি তোমাকে এদেশে এনেছি।
অধরা হঠাৎ কেঁদে ফেলে বললো, আমি থাকতে চাইনা এদেশে।
ওকে, না থাকতে চাইলে চলে যেতে পারো।
তা হলে আমাকে কেনো আনলে।

সিরাজুল ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। অধরা অনেকক্ষন কাঁদলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। এ কি হয়ে গেলো ওর জীবনে। এ রকমতো ও চায় নি। সিরাজুল বেশ কয়েক দিন আর ফিরলো না। সম্ভবত সে অধরার কাছে মুখ দেখাতে পারছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা তা না।
সিরাজুল বের হয়ে গেলো পলির কাছে। পলি থাকে ও'কনারের দিকে একটা বেজমেন্টে। পলিরও সদ্য ডিভোর্স হয়েছে।
ওভাবে চলে এলে কেনো পলি।
কি করবো।
ভাবিনি অধরা এ রকম সময়ে এসে পরবে।
ভালোই হয়েছে। একদিন তো জানাতে হতোই।
কি যে হবে।
কিছুই হবে না।
মুখ দেখাবো কিভাবে।
এসব ভেবে এখন লাভ নেই। আগেই ভাবা উচিত ছিলো।
আমি তোমার এখানেই থাকবো কিছুদিন।
তারপর।
দেখা যাক।
তোমার ইচ্ছে।
কিছুদিন যেতে না যেতেই সিরাজুল হাফিয়ে উঠলো। পলির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে লাগলো। এদিকে অধরা সিরাজুল যে ফিরে আসছে না এজন্যে একটুও মন খারাপ করলো না। সে যথারীতি কাজ করতে লাগলো। এটা নিয়ে সে হৈ চৈ করতে চায় না। দু'একজন নানা ধরণের বুদ্ধি দিচ্ছিল, অধরা সে সবের ধারে কাছে গেলো না। অধরার মনের ভিতরের কাঠিন্য সম্পর্কে ওরা জানে না। ও কি করবে সেটা ওর মনের মধ্যেই আছে।
সিরাজুল একদিন ফিরবে। তাকে ফিরতে তো হবেই।
টাকা পয়সা নিয়ে একদিন পলির সাথে সিরাজুলের খুব ঝগড়া ঝাটি হলো। ইতিমধ্যে প্রায় পনেরো হাজার ডলার খসিয়ে ফেলেছে সিরাজুলের।

দিন পনেরো পর একদিন সিরাজুল অধরার মুখোমুখী হলো। অধরা এখনো রেগে আছে কিনা জেনে আসা দরকার। সিরাজুলের ধারনা অধরা নতুন এসেছে বেশী আর কি করবে। সরি বলে নিলেই হবে। যদিও এই কয়দিন সে অধরার কোন খোঁজ করেনি। সাহস হয়নি।
এক সন্ধ্যায় সিরাজুল অধরার মুখোমুখী হলো। এ বাড়িঘর সবই সিরাজুলের তবুও সে প্রবল দ্বিধা নিয়ে অধরার সামনে দাঁড়ালো। যেনো কিছুই হয়নি এমনভাবে অধরা বললো, এসো। তোমার সাথে জরুরী কথা আছে।
অধরা কিচেন থেকে চা বানিয়ে নিয়ে এসে বসলো। সিরাজুল খেয়াল করলো ওর জন্য চা আনেনি।
আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।
আমি দুখিত অধরা।
কোন ব্যাপার না।
আমি জানি তুমি খুব মাইন্ড করেছো।
আমি কালই চলে যাচ্ছি।
সিরাজুল চুপ করে থাকলো।
কাল চলে যাচ্ছি এ বাসা থেকে।
কোথায় যাবে।
দেখি।
আর একসাথে থাকবে না বলে ঠিক করেছো।
সেটাই ভালো।
তুমি তো কিছুই চেনো না জানো না।
চিনে নেবো।

৫.

পরদিন সত্যি সত্যি অধরা সিরাজুলের বাসা ছেড়ে মহুয়ার কাছে গিয়ে উঠলো। মহুয়া খুব মজার মানুষ। পৃথিবীর কোন দু:খ ওকে স্পর্শ করে বলে মনে হয়না। ক্রিসেন্ট টাউনে নিজস্ব এপার্টমেন্টে থাকে। সর্বদা হাসি খুশী একটা মানুষ। অধরা বাক্স পেটরা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই মহুয়া বললো, এসেছিস! আয়। ভালো কাজ করেছিস। সিরাইজ্যার গায়ে থু থু দিয়ে আসতে পারলি না! নাকি দিয়েছিস! না দিয়ে থাকলে বল আমি দিয়ে আসি। কি পেয়েছে ওরা অ্যা! যখন তখন যার তার সাথে শুয়ে পরলেই হলো না! আচ্ছা বাবা একটা দুইটা নিয়া থাক। যে কোন পুরুষ দেখলেই জিবে পানি এসে যায় এটা কেমন কথা। আসলে ঘটনা তা না বুঝলি! ঘটনা হচ্ছে কিছু খসানো।
একটু থাম প্লীজ।
ও সরি।

তোর মুখের কোন লাগাম নেই।
চা খাবি।
দে।
অধরাকে চা দিয়ে মহুয়া নিজের চায়ের কাপ নিয়ে পায়ের উপর পা তুলে আয়েস করে বসলো।
ভালো করেছিস বুঝলি। পুরুষগুলোর শিক্ষা হওয়া দরকার। তোকে তো বলিনি আমারটারও ভাবগতি ভালো মনে হচ্ছে না।
কি যা তা বলিস। আকবর ভাইয়ের মতো মানুষ হয় না। কি অমায়িক।
ওকে তো আর চিনিস না। চিনি আমি। যে কোনো স্বামীকে চেনে তার স্ত্রী আর স্ত্রীকে চেনে স্বামী। আকবর হচ্ছে ভিজা বিড়াল। বাইরে থেকে ওকে তুই বুঝবি না। সিরাজকে দেখে কি বুঝতে পেরেছিলি ওর পেটে পেটে এই ছিল।
এখন কি হবে মহুয়া।
তুই কিছু ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।
আমি দেশে যেতে চাই।
না। এখন না। এখন তোর বাবা মাকে এসব বলার দরকার নেই।
অধরাও জানে বাবা শুনলে খুব কষ্ট পাবে। অধরার বাবা রহমত উল্লাহ খুব নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। কারো সাতে পাঁচে থাকে না। মফস্বলে একটি সরকারী ব্যাংকে প্রিন্সিপাল অফিসার হিসাবে চাকুরী করে। সৎ মানুষ। অন্যদের মতো পয়সা টয়সা খায় না।
আমি এখন থাকবো কোথায়।
কোথায় থাকবি মানে! কেমন কথা বলিস তুই। এদেশে থাকার জায়গার অভাব! তোর যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকবি। তবে সাবধান আকবরের দিকে নজর দিবি না, বলেই হো হো করে হেসে উঠলো মহুয়া। জাষ্ট কিডিং।
মহুয়ার সাথে পরিচয় একটা অনুষ্ঠানে। মহুয়ার অভ্যাস হচ্ছে কাউকে ভালো লাগলে গায়ে পড়ে আলাপ জমানো। অধরাকে দেখেই মহুয়ার ভালো লেগে গেলো। নিজে থেকেই আলাপ করে নিল। সেই থেকে দুজনে খুব বন্ধু। মহুয়ার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে অধরা। মহুয়ার মনটা খুব ভালো। মহুয়া অনেক বছর ধরে থাকে। এর আগে ছিল নিউইয়র্ক। প্রথমদিন দেখেই মহুয়া বলেছিল, আপনাকে এর আগেতো কখনো দেখিনি! অধরা হেসে বললো, আপনি বুঝি সবাইকে চেনেন!
মেয়েটার হাসিটা তো সুন্দর ভাবলো মহুয়া।
তা এক আধটু চিনি বৈকি। এই মেয়ে, এত রুপ নিয়া কোথায় ছিলেন এতদিন শুনি! সাবধানে থাইকেন।
অধরা লাজুক হেসে বললো, কি যে বলেন।
আমি মহুয়া। বাসায় আসবা।
আপনি থেকে তুমিতে নামতে মহুয়ার বেশী সময় লাগে না।
আপনিও আসবেন। আপনাকে ভালো লেগেছে।

না লেগে উপায় আছে!
অধরা হেসে বললো, কথা হবে আবার।
এরপর থেকে দুজনার খাতির হয়ে হয়ে যায়। তুমি থেকে অতি দ্রুত তুইতে উন্নীত হয়। মহুয়ার পিড়া পিড়িতে অধরাও তুই করে বলতে শুরু করে।
অধরা প্রায় তিন মাস ছিল মহুয়ার কাছে। তারপর মহুয়াই কলেজের দিকে একটা বাসা ঠিক করে দেয় অধরার জন্য। কিন্তু দু'জনার সম্পর্কটি অটুটই থাকে। বলতে গেলে মহুয়া হয়ে উঠে অধরার একমাত্র অবলম্বন। যে কেনো প্রয়োজনে মহুয়া ছুটে আসে অধরা নামের মেয়েটির জন্য। মহুয়া জানেনা কেনো এই মেয়েটির জন্য ওর এরকম লাগে। অধরার চারিত্রিক দৃঢ়তা ওকে মুগ্ধ করে। মহুয়া অধরার চেয়ে বয়সে দু'এক বছরের বড়ই হবে। দেখতে দেখতে চারটি বছর পার হয়ে যায়। অধরা এখন একদম পারফেক্ট বিদেশে। মহুয়ার কল্যানে সে দ্রুততার সাথে এই সমাজকে চিনে ফেলে। এমনকি সে আর বাংলাদেশেও যায়নি। বাবা মা সবই জেনেছেন। কিন্তু তাদের কিছুতো আর করার নেই।

৬.

জীবনতো আর থেমে থাকেনা। জীবন এগিয়ে চলে তার আপন গতিতে। শত দুঃখ বেদনার মধ্যেও জীবন থাকে চলমান। অধরা যেদিন থেকে একা একা থাকতে শুরু করলো তখন কিভাবে যেনো খবরটা চাউড় হয়ে গেলো। সত্য মিথ্যার মিশেলে পত্রিকায় এমনই কদাকার আর মুখরোচক খবর তৈরী হলো যে পড়ে অধরার বমী পেলো। মানুষের রুচী এত নিম্নস্তরের হতে পারে অধরার জানা ছিলনা। কিছুদিন নিষ্ঠুর মানুষেরা অধরার ঘটনাটি নিয়ে চায়ের কাপে তুফান তুলল। ওই রকম দুঃসময়ে মহুয়া পাশে না দাঁড়ালে কি যে হতো।
একদিন অধরার বাসায় এসে দেখলো মেয়েটি কাঁদছে। অধরার কান্না দেখে এই প্রথম রাগলো মহুয়া ।
একদম কাঁদবি না। কান্না থামা অধরা।
দেখিস না কি সব লেখে। আমার সম্পর্কে কত খারাপ খারাপ কথা লিখেছে।
ওসব পড়তে কে বলেছে। পড়বি না।
মানুষ আমাকেই খারাপ ভাববে। দোষ দেবে।
মানুষের মুখে থু থু মারি।
তুই কিভাবে মানুষের মুখ বন্ধ করবি।
দাড়া যে ব্যাটা এসব বানানো কথা লিখছে ওর বারোটা বাজাচ্ছি। সাংবাদিক হইছে। জানে না শুদ্ধ করে এক লাইন লিখতে! ওর পাছার মধ্যে যদি একটা লাথি না মারি তাহলে আমার নাম একটা কুত্তার নামের সাথে মিলিয়ে রাখিস।
থাক বাদ দে এসব।

বাদ দেবো কেনো! আমারে তো চেনে নাই।
সত্যি সত্যি মহুয়া এটা নিয়ে অনেক হৈ চৈ করেছিল। পরে সেই সাংবাদিক অধরার কাছে মাফ চেয়েছে। সেই থেকে অধরা কোন পত্রিকাই পড়েনা।
এ ঘটনার পর থেকে অধরা অনেক দিন বাঙ্গালী নামক আজব প্রানীদের কাছ থেকে দুরে থেকেছে। মহুয়াই শিখিয়েছে কি ভাবে এই প্রানীকূলকে ম্যানেজ করে চলতে হয়। গত এক বছর ধরে অধরা একটু একটু করে আবার মানুষের সাথে মিশতে শুরু করেছে। এতদিন বলতে গেলে মহুয়াই অধরাকে আগলে রেখেছে।
আচ্ছা বলতো বিদেশে এসেও আমাদের স্বভাব বদলায় না কেনো।
মানুষের স্বভাব সহজে বদলানোর না।
ভালো মানুষরা কি বিদেশে আসে না নাকি!
আসবে না কেনো আসে। কিন্তু তারা আম জনতার সাথে মেশে না।
কেনো।
ভদ্র লোকেরা ইজ্জত খোয়াবে নাকি। দেখিস না আমরা কিভাবে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাই। এজন্যে ওরা অনেক দুরে থাকে আমাদের কাছ থেকে।
প্রত্রিকার পাতায় সব সময়ই দলা দলির খবর দেখি এটা কেনো।
ওই যে বললাম স্বভাব। দেশে চুরি চামারি করে বিদেশে এসে মাতবর সাজছে। আর জানিসই তো এখানে ছাগল পাগল সব এক।
তুই পারিসও বলতে মহুয়া।
অনেকদিন ধরে তো দেখছি। তুইও একদিন সব বুঝবি।
সবাই মিলে মিশে থাকলে কত ভালো হয়।
ভ্যালো তো হয়ই কিন্তু কেউ তো কারো কথা শোনে না। এখানে সবাই তালেবর শ্রেনীর যে। ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার।
এখানে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।
তাতো পারেই না। ঠ্যাং টেনে ধরাই হচ্ছে আমাদের কাজ।
মহুয়া একটু তেরিয়া টাইপ হলেও মানুষ খুব ভালো। ওর একটাই ছেলে। বয়স ছয় বছর। মাস কয়েক ধরে আকবরের সাথে মুখ দেখা দেখি বন্ধ। এক প্রকার ছাড়া ছাড়ির পর্যায়ে। ঘটনা খুব সামান্যই। ছেলেকে নিয়ে ঝগড়া। আকবর ঝগড়া করে দেশে চলে গেছে। মহুয়া জানে সে আবার ফিরে আসবে। এটা নিয়ে সে মোটেই ভাবছে না। আকবরের দৌড় জানে মহুয়া। যদিও আকবরের জন্য ওর মন খারাপ লাগে কিন্তু মহুয়া কখনোই তা প্রকাশ করবে না। নিজে থেকে বলবেও না কিছু। এই একা একা থাকতে মহুয়ার খুব একটা মন্দ লাগছে না। প্রতিটা বিবাহিত মানুষেরই উচিত মাঝে মাঝে একা থাকা। মহুয়া সত্যি সত্যি ওর সময় এনজয় করছে।

৭.
রোববার বেলা বারোটা। বাইরে একুশ ইঞ্চি বরফ পরেছে। অধরা বাইরে যাওয়ার প্লান করছিল এমন সময় ফোন। এখনও অধরার বরফ ধরতে ভালো লাগে। যখন বরফ পরে অধরা বাইরে গিয়ে হাত পাতে।
হ্যালো অধরা কেমন আছো।
গলা চিনতে পারলো অধরা। আকবর ভাই কেমন আছেন।
চেনার জন্য ধন্যবাদ। নাকি কলার আইডি দেখে চিনেছো।
দুটোই ঠিক। কলার আইডি দেখেছি আবার গলাও চিনেছি। আমি প্রায়ই মানুষের নাম ভুলে যাই কিন্তু কণ্ঠ ভুলিনা।
কি খবর বলত।
কি খবর জানতে চান।
ওরা কেমন আছে।
ওরা ভালো আছে। আপনি এসেছেন কবে।
কালকে।
উঠেছেন কোথায়।
এক বন্ধুর বাসায়।
এবার যান ওদের সাথে দেখা করে আসেন।
যাব!
হ্যা।
মহুয়া কি রাগ করে আছে!
গিয়ে দেখে আসেন।
আমার কথা কি বলে।
আমি কি জানি।
তুমি সব জানো।
অধরা হেসে বললো আমি সব জানি এ ধারনা আপনার হলো কি ভাবে।
তুমি ছাড়া ওর আপন কেই নাই।
কথাটা ঠিক না। আসলে হবে ও ছাড়া আমার আপন কেই নেই।
তুমি বলছো যেতে!
গিয়ে দেখেন। ওর মতি গতি তো ঠিক নেই। শেস চেষ্টা করে দেখেন।
তুমি তো সব জানো কি ভাবে কি হয়েছে। তুমি কি একবার বলবে আমি এসেছি এবং দেখা করতে চাই।
আপনি খুব ছেলে মানুষ আকবর ভাই।
শোন অধরা সিরাজ সাহেব তো এখন ঢাকায়। ব্যাবসা খুলেছে।

আমি ওসব শুনতে চাইনা।
তোমার কথা বললো। ভুলের জন্য অনুতপ্ত।
আমি আমার অতীত কে ভুলে গেছি।
সিরাজ চায় তুমি আবার চমৎকার একটা ছেলেকে বিয়ে করো।
আপনাদের ছেলেদের লজ্জা শরম একটু কম।
পলির সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তার।
আকবর ভাই প্লীজ।
হয়েছে কি পলির সাথে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেছিল। কিছুদিন ভালোভাবেই চলছিল।
আবার কি হলো।
ওসব কথা বাদ দেন তো।
তুমি কি বিকেলে একবার আসবে!
আপনি যান। আমার থাকা ঠিক না।
না তুমি আসো, প্লীজ অধরা।
ওকে আসবো।
পাঁচটায়।
ঠিক আছে।
অধরা মহুয়াকে ফোন বিকেলে থাকতে বললো। বললো না যে আকবর ভাই আসবে।
বলার দরকার কি।
ঠিক পাঁচটায় আকবর দরজায় কড়া নাড়লো।
দরজা খুলে আকবরকে দেখে মহুয়া হা হয়ে রইলো।
ভিতরে আসবো।
আসো।
দরজা থেকে সরে না দাঁড়ালে আসবো কিভাবে।
মহুয়া দরজা থেকে সড়ে দাঁড়ালো।

৮.

অধরা শেষ পর্যন্ত মহুয়ার বাসায় এলোনা। শাস্ত্রে একটা কথা আছে কখনো স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে নাক গলাতে নেই। তাদের সমস্যা তাদেরই মিটিয়ে ফেলতে দেয়া উচিত। অল্প বয়স হলেও এটা অধরা ভালো জানে। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মতো আনপ্রেডিক্টেবল সম্পর্ক আর কিছু নেই। এখন ঝগড়া হলো তো রাতেই মিটে গেলো। যারা মধ্যস্থতা করতে আসে তাদেরই লজ্জায় পড়তে হয়। এটা জেনেও অনেকে এই কাজটি করে। কেউ কেউ ভাঙ্গন ধরাতে সফলও হয়। বিদেশের মতো নিষ্ঠুর জায়গায় বসে ততোধিক নিষ্ঠুর কাজটি কেউ

কেউ করতে পারে। এটা অধরা তার জীবন থেকে শিখেছে। এসব ভেবেই আকবর ভাইকে কথা দিয়েও যায়নি। যা হবার তাতো হবেই।
মহুয়ার এক রুমের বাসাটি সুন্দর করে সাজানো। দামী একসেট সোফা লিভিংরুমে। সব কিছুতেই রয়েছে রুচির ছাপ। মহুয়ার বাবা বাংলাদেশের একজন নামকরা ব্যবসায়ী। এখনো বাবার কাছ থেকে সে নিয়মিত টাকা পায়। নিজেও কাজ করে। টাকা পয়সা নিয়ে তাকে ভাবতে হয় না। আকবরের উপর সে কখনো নির্ভরশীল ছিলও না। এটা আকবরও জানে। ড্যানফোর্থ এলাকাটি তার অতিশয় পছন্দের বলে সে এখান থেকে কোথাও যেতে চায় না। ড্যানফোর্থে জীবন আছে। এই জীবনের স্বাদ যে একবার পেয়েছে সে এ এলাকা সহজে ছাড়তে পারেনা।
তোমরা কেমন আছো মহুয়া।
আমরা ভালো। তুমি কেমন ছিলে।
আমি ভালো ছিলাম না।
কেনো কি হয়েছে।
তোমাদের কথা মনে পড়েছে।
আমি এবং আমার ছেলে তোমার কথা মনে করিনি।
আমার ছেলেও না!
বিশ্বাস না হলে জিজ্ঞেস করে ওকে। ওকে ডাকি!
না না ডাকতে হবেনা বিশ্বাস করেছি।
না আমি জানি তুমি বিশ্বাস করোনি।
করিনি কারণ এটা তোমার মনের কথা না।
আমার মনের কথাটা কি।
আমি চলে যাওয়ায় তোমার অনেক অভিমান হয়েছে। এজন্যে ফিরেও আসতে বলতে পারোনি। আমি অবশ্য আসতেই চেয়েছিলাম কিন্তু একটা বিশেষ কারণে আসিনি। কারণটা বলবো?
বলতে হবেনা। আমি জানি। এটাও জানি তুমি কেনো বাংলাদেশ চলে গেছো।
কি জানো?
আমার আই কিউ সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকার কথা। আমার বাবাই তোমাকে বাংলাদেশ চলে যেতে বলেছে এবং এতদিন পর তার অনুমতি নিয়েই তুমি এসেছো।
তোমাকে কি সে এসব বলেছে নাকি!
বলো ঘটনা সত্যি কি না।
ঘটনা সত্যি।
বাবা আমাকে একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছে। তার ধারণা তোমার মতো মানুষ হয় না। আমিই তোমার সাথে ঝগড়া ঝাটি করি। এবারের ঘটনার জন্যও সে আমাকে দায়ী করেছে। তার কিছু স্পাই আছে এই শহরে।
সত্যি বলছি আমি কিছুই বলিনি।

আমি জানি সেটা। তোমার কি ধারণা বাবা আমাকে শিক্ষা দিতে পেরেছে!
না।
তাহলে এসেছো কেনো।
আবার চলে যাবো।
আমরা কিন্তু চমৎকার ছিলাম। বাবা টাকা না পাঠালেও আমি ভালো থাকবো।
তোমার বাবা অত্যন্ত চমৎকার একজন মানুষ।
তিনি তোমাকে থাকতে বলে দিয়েছেন ঠিক না?
ঠিক।
তোমাকে থাকতে হবে লিভিং রুমে।
তাই থাকবো।
বলোতো কেনো একসাথে আর থাকবো না।
মনে হয় তুমি আমাকে আর পছন্দ করোনা।
ঘটনা তা না।
ঘটনাটি কি।
এখন বলা যাবেনা। পরে বলবো।
পরেই বলো।

৯.

একটু রক্ত ছলাৎ করে উঠা। ক্ষনিকের জন্য। হৃদপিন্ডের মধ্যে একটুখানি রক্তের ছোটা ছুটি। এরকম আগে কখনো হয়েছে বলে মনে পড়েনা। একটুকরো হাসির এমনই আবেদন ভাবা যায়না। ছেলেদের হাসি আবার এত সুন্দর হয় কেমন করে। কিছু মানুষ আছে যাদের দেখলেই কেমন অন্যরকম অনুভূতি জন্মায়। আজকে এমন একটা সুন্দর দিন। চারিদিকে মন পাগল করা সবুজের সমারোহ। অধরা এসেছে হাইপার্কে একটা পিকনিকে। আজকে সবকিছু অন্যরকম। সবাইকে ভালো লাগছে। মহুয়া ওর ছেলের পিছনে ছুটা ছুটি করছে। আকবর ভাই লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। অধরাকে মহুয়াই বাসা থেকে তুলে এনেছে। এই দেশের সামার এত সুন্দর ভাবা যায়না। সব কিছু স্বপ্নের মতো। কয়দিন আগেও যে বরফে বরফে সয়লাব হয়ে ছিল তা বিশ্বাসই হতে চায় না।
খাবার সময় ছেলেটার দিকে একবারই চোখ পড়েছিল। চোখে চোখ পড়ায় ছেলেটা এমন সুন্দর এক হাসি উপহার দিল যে ভিতরটা এলোমেলো হয়ে যায় আরকি। মনে হয় ওর বয়সীই বয়স হবে বা একটু বড়ও হতে পারে। ছেলেটা অন্যদিকে চলে গেলো। অধরা মনে মনে চাচ্ছে ওর মুখোমুখী আবার হতে। ইচ্ছে করলে ও কথা বলতে পারে। কিন্তু ও কোন একটা ছলে কথা বলতে চায়।

সুযোগটা এসে গেলো তরিৎ। ছেলেটাই এগিয়ে এসে অবলীলায় বললো, আমি জাফর হাসান। অধরা একটু অপ্রস্তুতের মতো হলো। ও বরাবর একটু লাজুক প্রকৃতির। এই বিদেশ জীবন ওর লাজুকতাকে অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ মুহূর্তে কোথা থেকে যে এত দ্বিধা এসে ভর করছে কে জানে। অন্য সময় ও অনেক সচ্ছন্দ।
ওরা একটা ঘন পাতায় আবৃত গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। অধরা আজ পরেছে হাফ সিল্ক শাড়ি, যেটা ব্রাশ, ব্লক, এপ্লিক ও এমব্রয়ডারির কাজ করা। আর ছেলেটা খাদি কাপড়ের যে ফতুয়াটি জীন্সের সাথে পরেছে তাতে স্ক্রিনপ্রিন্টে হায়রোগ্লিফিক কাজ করা। মডেলদের মতো দেখতে। ছেলেটা আবার বললো আপনার নাম আমি জানি। অধরা। সুন্দর নাম। অ + ধরা = অধরা এরকম কিছু কি! বলেই ছেলেটি আবার তার সেই বিখ্যাত হাসি হাসলো।
কার কাছে জানলেন আমার নাম।
গেইজ করেন।
মহুয়া।
এ নামটাই মনে হলো কেনো! অন্য কেউও হতে পারতো।
ও সব সময় ভালো ভালো মানুষদের সাথে আমাকে পরিচিত করায়।
ছেলেটি আবারও হেসে বললো, আমি ভালো এটা জেনে ভালো লাগলো।
আপনি নিজেও জানেন যে আপনি ভালো।
এতদিন সিওর ছিলাম না এখন সিওর হলাম।
মহুয়া কি হয় আপনার।
কিছু হয়না। আজকেই প্রথম পরিচয়।
যাহ।
বিদ্যা।
বিদ্যা কথাটা শুনে অধরা হাসলো।
আপনার মতোই আপনার হাসিও যে সুন্দর এটা কি আপনি জানেন।
আপনার হাসিও। কথাটা অধরা এতটাই আস্তে বললো যে ছেলেটা শুনতেই পেলোনা।
কিছু বললেন!
না।
ও।
আচ্ছা মহুয়া কি আমার অনেক বড়? আমার কিন্তু তা মনে হয়নি। কিন্তু উনি আমাকে তুমি করে বলছিলেন এবং উনাকে বলেছেন আপা ডাকতে।
ও ওরকমই। যেচে আলাপ করার ওস্তাদ।
ব্যাপারটা আমার ভালো লেগেছে।
আমার সাথেও এভাবেই আলাপ হয়েছিল।
আপনার সম্পর্কে শুনেছি।
মনে হচ্ছে তাই।

মহুয়াই আমাকে আপনার সাথে আলাপ করার জন্য পাঠালো।
তাও বুঝতে পারছি।
কেমন লাগে এই জীবন অধরা!
অধরা একটু হাসলো শুধু। ছেলেটা বললো, আমি এসেছি পড়তে। আর এক বছর আছে।
অধরা আচমকা বললো, তারপর!
তারপর ফিরে যাবো দেশে।
অধরা হতাশ গলায় বললো ও!
ওরা হাটতে হাটতে বেশ খানিকটা দুরে চলে এলো। অধরা বললো, চলুন ফেরা যাক। মহুয়া খুঁজবে আবার।
বললেন নাতো কেমন লাগে প্রবাস জীবন।
মন্দ না।
আসার পরে তো যান নি।
না।
যাওয়ার কোন প্ল্যান আছে!
জানিনা।
বাবা মার জন্য মন কেমন করে না!
অধরা চুপ করে থাকলো।
আমি খেয়াল করেছি আপনি সব কথার উত্তর দেন না। আমি কি আপনাকে হার্ট করছি!
এবারও অধরা চুপ করে থাকলো।
সরি অধরা।
সরি হতে হবে না। আপনি কথা বলুন।
আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো।
আমারও।
আমাকে আপনার ভালো মানুষ মনে হয়েছিল কিন্তু আপনি অমাকে মনেহয় বিশ্বাস করতে পারছেন না।
না না তা কেনো। মোটেও সে রকম কিছু না।
ছেলেটা চলে যাওয়ার পর অধরা ভাবলো এই প্রথম সে একজন ছেলের সাথে পরিচিত হলো যে তার ফোন নম্বর চায়নি। কেনো চইলো না? চাইলে কি আর না দিয়ে পারতো! মহুয়া নিশ্চয়ই বলেছে ও একা থাকে। একাকী মেয়েদের অনেক শুভাকাংখী জুটে যায়। নিজেরটাও না দিয়ে চলে গেলো। আর কি দেখা হবে! অধরা ছেলেটার সবকটা প্রশ্নে উত্তর দিতে পারেনি। আসলে সব কথা বলতে ইচ্ছে করেনা। কিন্তু এই মানুষটাকে বলা যেতো।

১০.
দু'দিন পর। মহুয়ার ফোন। প্রতিদিন কয়েকবার করে ওদের কথা হয়। মহুয়াই বেশীরভাগ করে। ওর সব কথা অধরার সাথে শেয়ার করতে না পারলে মহুয়ার পেটের ভাত হজম হয়না। মেয়েরা অনেক তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘসময় আলাপ চালিয়ে যেতে পারে। মহুয়ার কাছে গোটা টরন্টোর খবর পাওয়া যায়। ওর নাম হয়েছে সি বি সি।
কিরে অধরা।
কি হয়েছে।
ডুব মেরেছিস দেখি।
মানে!
দু'দিন ধরে কোন ফোন নেই।
ফোন তো তুইই করিস।
দু'দিন দেখলাম।
কি।
তুই করিস কিনা।
আমি করিনি ভাবলাম তুই স্বামী সন্তান নিয়ে বেড়াচ্ছিস।
তুই একটু কেমন যেনো।
আরে না। মাঝে মাঝে এরকম হয়না কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করলো না।
বুঝেছি। লেকচার মারিসনা। কেমন লাগলো ওকে!
কার কথা বলছিস!
জাফরকে!
ভালোইতো।
তোকে দেখে তো মাথাটা গেছে।
যাহ্।
সয়ার।
কিন্তু যাওয়ার সময় তো ফোন নম্বরটাও দেয়নি।
চেয়েছিলি!
নাহ্।
তোকে ফোন করবে। নম্বর দিয়েছি।
লোকটা কি আগে মডেলিং করতো?
জানিনা তো। একটু লালটু মার্কা চেহারা।
হাসিটা সুন্দর।
ও বাবা এত কিছু দেখে ফেলেছিস!
আবার বলিসনা। তোর মুখে কিছুই আটকায় না।

জানিস ওর বাবা আর আমার বাবা ফ্রেন্ড। কথায় কথায় সেদিন পরিচয়। তবে ওর বাবার বদনাম আছে।
সেটা আবার কি।
ওর বাবা নাকি স্মাগলার! সোনা চোরাচালানির সাথে জড়িত।
ও মা তাই নাকি!
ভয় পাস না। আবীর ছেলেটা ভালো।
আমারও তাই মনে হয়েছে।
শোন একটা গরম খবর আছে।
আবার কি।
কিছই শুনিস নি!
না। কি শুনবো।
সাদাফের কথা মনে আছে! ওই যে বয়ফ্রেন্ড সহ ধরা খেয়েছিল। ওর হাজবেন্ডটা নিতান্তই ভদ্রলোক বুঝলি। আমার মনে হয় ঘটনা তা না। বেচারা একটু মেরুদন্ডহীন। বউকে এমনই ভয় পায়। সে বউকে কিছু বলতেই পারলো না। আবার একসাথেই থাকতে লাগলো। বউয়ের জন্যই তো বিদেশ আসা! সাদাফটা ধুরন্দর। সব ম্যানেজ করে ফেলতে পারে। যারা ওর হাজবেন্ডকে খবর দিয়েছিল তাদের একহাত নিয়েছে।
কে খবর দিয়েছে জানলো কিভাবে।
কিভাবে যেনো জেনেছে।
এখন কি হয়েছে তাই বল।
আবার নতুন ঘটনা ঘটেছে।
বলতে কি অনেক সময় নিবি!
তোর তাড়া আছে!
না বল। মেক সর্ট।
তাহলে বিকেলে আসি তখন বলবো। জোস খবর।
সর্টে বল।
সর্ট করে বলা যাবেনা।
বল বল বাবা।
সাদাফ নিজে থেকেই এখন স্বামীকে ডিভোর্স করতে চায়। কেনো জানিস!
কেনো।
সে এখন আমব্রিন নামে এক মেয়েকে ভালোবাসে। মেয়েটা আনম্যারেড। ওরা প্রমিজ করেছে কেই কাউকে ছেড়ে যাবে না। আমব্রিন আর সাদাফের এখন হেভি প্রেম। ওদের সাথে নাকি আরো একটা মেয়ে আছে।
এসবও আছে নাকি বাঙালীদের মধ্যে!
আরো কত কি আছে।
তারপর!

এই নিয়ে খুব ফাটাফাটি অবস্থা। ব্যাপারটা জানা জানি হয়ে গেছে। নেক্সট সংখ্যা পত্রিকায় নিউজ এসে যাচ্ছে। জানিস সেদিন এক সাংবাদিকের সাথে পরিচয় হলো। ঢাকার নাকি ফাটাফাটি সাংবাদিক ছিল। নিজেই বললো। আমি যদিও কস্মিনকালেও ওই নাম শুনিনি। হতেও পারে। এখন তো অনেক পত্রিকা।
আচ্ছা মহুয়া আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিবি!
বল।
ঢাকা থেকে যে আসে সেই নাকি খুব ফাটাফাটি ছিল। ঘটনাটা কি বলতো। আমরা মফস্বল থেকে আসা মেয়ে। বুঝতে পারি না।
ফকিরনি টাইপ যারা তারাই দেখবি ভাব মারবে। ঢাকায় হয়ত ছিল আরামবাগের মেসে। জমি জমা বেইচ্যা ধারকর্জ কইরা কানাডা আইছে। ওদের বাসা বাড়িতে গিয়ে দেখিস গন্ধে ঢুকতে পারবি না। বাইরে ফিট ফাট ভিতরে সদর ঘাট।
শোন্ সাংবাদিকদের আমি ভয় পাই। ওদের না ঘাটানোই ভালো। আমি হচ্ছি ঘর পোড়া গরু যে সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।
যে সাইজ এক একজন সাংবাদিকের। মনে করে দু'কলম লিখতে পারে তাই না জানি কি হয়ে গেছে। আসলে মানুষ যে পোছে না এটা বোঝেনা। ঢাকায় দেখছি না পয়সার জন্য কোন কোন সাংবাদিক বাবার অফিসে গিয়ে বসে থাকতো। একবার এক সাংবাদিক বাবার পয়সা খেয়ে বাবার বিরুদ্ধেই লিখেছে।
তুই খুব ক্ষেপে আছিস। বাদ দে এসব। তারপর কি হলো বল।
ওই আমব্রিনটা সাদাফের ব্রেনওয়াশ করে ফেলেছে। সাদাফের চেয়ে দশগুন ধুরন্দর হচ্ছে আমব্রিন। লোকজন ওকে ঘাটাতে ভয় পায়। শোন আমি বিকেলে আসছি। আরো খবর আছে।

১১.
হ্যালো!
হাই।
কেমন আছেন!
ভালো।
আপনি!
আমি ভালো।
ডাফরিন মলের ভিতরে দেখা অধরার সাথে। খুবই আকস্মিক। সেদিন পিকনিকে দেখা হওয়ার পর আর কথা হয়নি। যদিও মহুয়ার কাছ থেকে ফোন নম্বর পেয়েছিল। কিন্তু আর ফোন করা হয়নি। আবীর জানতো একদিন ঠিক কোথাও না কোথাও দেখা হবে।
আপনি এ দিকেই থাকেন? আবীর জিজ্ঞেস করলো।

হুঁ।
তাড়া নেই তো!
তেমন না।
তাহলে চলুন একটু বসা যাক। আপত্তি নেইতো!
কিছু শপিং ছিল অবশ্য।
পরে করলে হবে না!
অধরা হ্যাঁ না কিছু বললো না।
আবীরের বলার মধ্যে কি যেনো একটা আছে। একটা জোড়ের মতো। এভোয়েড করা যায়না।
কিছু বলুন অধরা।
কি বলবো!
হ্যাঁ অথবা না।
হাসলো অধরা।
শুধুই একটু হাসি!
চলুন বসি।
আবীর তার বিখ্যাত হাসিটি সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বললো, দ্যাটস আ গুড গার্ল।
কি খাবেন।
অধরা বললো, আমি আপনাকে খাওয়াই!
তা হয়না।
কেনো না!
কারণ আমি আপনাকে আগে দেখেছি এবং বসার প্রস্তাবটা আমার।
অধরা হাসি ছড়িয়ে বললো, না আজকে আমি।
ওকে।
আসলে ওরা দু'জনেই চাচ্ছে কথা বলতে। কথা বলার জন্য এরকম পরিবেশ খুব ভালো।
কফির কাপ সামনে নিয়ে আবীর বললো, আচ্ছা আমার মনে হয় আপনি নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখেন, কেনো!
অধরা ওর সুন্দর দুটি চোখ আবীরের চোখের দিকে রেখে বললো, তাই!
সেদিন আপনার সাথে কথা বলার পর আপনাকে আমি অনেক ভেবেছি।
কেনো! সেজন্যইতো ফোন নম্বর না দিয়েই চলে গেছেন। এমনকি মহুয়া আপনাকে নম্বর দেওয়ার পরও ফোন করেননি।
আপনি না বললে করি কিভাবে।
নিজের নম্বরটাও দিয়ে যাননি।
ব্যাপারটা একটু কেমন না! আপনিও দিতে পারতেন! যাককে এসব। একটা কথার উত্তর দেবেন!
বলুন।

আপনি কখনো কাউকে ভালোবেসেছেন!
আপনিতো আমার কথা সবই জানেন তাহলে আর কেনো জিজ্ঞেস করছেন!
ওটা কোন বড় ব্যাপার বলে আমার মনে হয়না। আপনার জীবন তো আর ওখানেই থেমে যেতে পারে না!
পুরুষদের প্রতি আমার আর কোন বিশ্বাস নেই।
সবাইতো এক না।
সুযোগ পেলে সবাই এক।
এটা ঠিক না অধরা।
পুরুষরা হচ্ছে সুযোগ সন্ধানী। অনেকতো দেখা হলো এই ক'বছরে। মেয়েদের দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। আমি এসব দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সবাইকে চেনা হয়ে গেছে।
আপনি কোন কারণে রেগে আছেন মনে হয়।
সরি আবীর।
ইট্স ওকে। আপনাকে দোষ দেইনা। এরকম অনেক আছে। তাহলে ওঠা যাক!
আপনি মাইন্ড করেছেন!
নাহ। মাইন্ড করবো কেনা।
চলুন আপনাকে পৌঁছে দেই।
ওরা গাড়িতে যাচ্ছে। অধরা চালাচ্ছে। গান ছেড়ে দিয়েছে অধরা। কেউ কোন কথা বলছেনা। অধরার মনটা কোনো যেনো হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলো। কাঁদতে হচ্ছে করছে। কেনো যে এরকম হয়! কেনো যে এই লোকটির সাথে পরিচয় হলো! এতো চলে যাবে। তাহলে আর ঘনিষ্টতা কেনো! আজকে কেনো যেনো ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করছে না। একা একা ছিল ভালোইতো ছিল। ভালোবাসা! কোথায় থাকে ভালোবাসা! কেউতো ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে আসেনি! যারা আসে তারা ভালোবাসা নিয়ে আসেনা। ওগুলোর নাম ভালোবাসা না।
ভালোবাসা কোথায় থাকে জানেন!
আকস্মিক প্রশ্নে আবীর একটু থতমত খেলো। কোন উত্তর না দিয়ে অধরার দিকে তাকিয়ে থাকলো।
জানি এই প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে নেই।
আমার মনে হয় এখন আপনার জন্য আমার যে অনুভূতি হচ্ছে এটাই ভালোবাসা।
এত সহজ!
নয়!
বুঝতে পারিনা।
যাওয়ার সময় আবীর বললো আবার দেখা হবেনা!
হু।
থ্যাংকস ফর কফি।

নো প্রোব্লেম।

১২.

আবীরকে তোর কেমন মানুষ মনে হয়!
ভালোইতো।
তুই অবশ্য মানুষ চিনিস কম। সবাইকেই তোর ভালো মনে হয়।
গতকাল সে আমার কাছে এসেছিল।
কেনো!
তোর কথা বলতে।
কি বললো।
সেদিন মলে দেখা হয়েছিল এইসব আরকি।
আর কিছু বলেনি!
বলেছে।
কি!
তোকে বিয়ে করতে চায় বলেছে।
তারপর!
তারপর কি। আর কিছু না।
কিন্তু আমিতো ওসব চাইনা।
কেনো!
বিয়েটা খুব জরুরী জীবনের জন্য!
অবশ্যই জরুরী।
আমার তা মনে হয়না। তাছাড়া বিয়ে যদি কখনো করিও ওকে না।
কেনো!
তুই ওর সম্পর্কে কি জানিস। এত অল্পতে কাউকে জানা জায়না। এত তাড়াতাড়ি বিয়ের ডিসিশন নেয়া খুব ভালো লক্ষন না।
তোর কথা বুঝতে পারছিনা রে অধরা।
আস্তে আস্তে বুঝবি।
রহস্য করিসনা। রহস্য ভালো লাগেনা।
মানুষ নিজেকে খুব চালাক ভাবে। মনে করে সে যা করে অন্যেরা তা জানবেনা।
কি হয়েছে বলতো।
কিছু হয়নি। তুই একদিন সব জানতে পারবি। যদিও তোর জানার কথা ছিল। এনিওয়ে এটা নিয়ে আমি মোটেও ভাবছি না মহুয়া।

তুই মানুষটা একটু অদ্ভুত। বুঝিনা।
মোটেই তা না। আসলে কি জানিস মহুয়া আমি নিজেকে এত দ্রুত বদলে ফেলতে পারি না। আমার জন্য কাজটা কঠিন। আর আমার ভাগ্যটাও তত ভালো না। অন্যদের মতো সব মেনে নিতে পারলে কোন সমস্যা ছিলনা।
এভাবেই চলবে!
অসুবিধা কি!
কি জানি বাবা।
তুইতো জানিস ও এখানে পড়তে এসেছে। শেষ হলে চলে যাবে।
আমাকে বলেছে তোকে সাথে নিয়ে যাবে। থেকেও যেতে পারে, তুই যদি চাস।
আমার একদিন শুধু কি যে হলো, ওর সাথে কথা বললাম খুব আগ্রহ নিয়ে। ওটা এমন কিছু না। এখন আর সেই আগ্রহটা ফীল করছি না।
ওতো বললো ও তোকে ভালোবাসে।
তুই বিশ্বাস করেছিস!
হু
আমি ছেলেদের বিশ্বস করিনা। যাককে আমাকে নিয়ে তুই একদম ভাবিস না। আমি খুব ভালো আছি। জাষ্ট ফাইন।
ওকে বাবা।
তোর অন্য কোন কথা থাকলে বল। ষ্টকে আর কি কি গল্প আছে।
নারে ষ্টক আজকে আর খুলছি না।